ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের জীবন ও সাহিত্যকর্ম

*মোহাঃ আমিনুল ইসলাম

Abstract: Maulana Abul Kalam Azad, a top leader of the independence movement in Indian subcontinent, is a memorable name in Urdu literature. He was an idealistic Muslim philosopher, Islamic thinker, famous scholar, journalist, editor, poet, educator, and theorist. Being educated in the Islamic way at home, secular in politics and a staunch supporter of Islam, he was a believer in a united India till the last day of the partition of India. He was famous for his strong personality, philosophical ideology, and aristocratic lineage. He was such a great patriot of India who has thought deeply about the culture, society, state, and future of the nation. In the light of the Holy Qur'an, what was revealed in his writings deeply touched the people. Pan-Islamic doctrine and his artistic skills and eloquent writing style in Urdu for the sake of a united India enriched Urdu literature. Maulana Azad is an unparalleled prose writer in the world of literature especially in Urdu literature. The novelty of Urdu prose literature found in his writings was his creation. He was born with literary talent. Although he started with the practice of poetry in the conventional way in his early life, he changed his course due to deep thought and eventually concentrated on prose. He wrote numerous articles in a journal called *Al-Balagh* and an Urdu weekly newspaper called *Al-Hilal* and turned the nation towards the independence movement. His discourses and writings including Ghubar-e-khatir, Tarjuman-ul-quran, Qaol-e-faisal are invaluable literary treasures of Urdu literature. Despite his boundless passion and attraction for literature, he became involved in active politics for the needs of the country and the nation. This article discusses his short biography and literary works.

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষ নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উর্দু সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একজন আদর্শবাদী মুসলিম, দার্শনিক, ইসলামি চিন্তাবিদ, বিখ্যাত আলিম, সাংবাদিক, সম্পাদক, কবি, শিক্ষাবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। স্বগৃহে স্বীয় পিতা এবং গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত, রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ এবং ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ কাণ্ডারী মাওলানা আযাদ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী ছিলেন। সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, দার্শনিক মানসিকতা ও বংশীয় আভিজাত্যে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল। দেশপ্রেমিক মাওলানা আযাদ ভারতের সংস্কৃতি, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতেন। পবিত্র আল-কোরানের আলোকে তাঁর রচনায় যা ফুটে উঠেছে তা মানুষকে গভীরভাবে আলোড়িত করত। প্যান ইসলামি মতবাদ ও অখণ্ড ভারতবর্ষ টিকিয়ে রাখার জন্য উর্দু ভাষায় তাঁর ক্ষুরধার লেখনি, বলিষ্ঠ বর্ণনাভঙ্গি ও ইতিহাস সচেতনতার সাথে

* সহকারী অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, সংযুক্ত: রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

বিষয়বস্তুকে আলংকারিক রূপদানসহ তাঁর শিল্প কুশলতা উর্দু সাহিত্যে তাঁকে অমর করে রেখেছে। মাওলানা আযাদ উর্দু সাহিত্যের তথা বিশ্ব সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারার গদ্যলেখক। তিনি সাহিত্য প্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে প্রচলিত রীতিতে কবিতা চর্চা দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তিতে তিনি গদ্যচর্চায় মনোযোগী হন। আল-হিলাল ও আল-বালাগ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ রচনা করে জাতিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তুলেন। *গুবারে খাতির*, *তর্জুমানুল কোরআন*, *কওলে ফাইসালসহ* বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তব্য ও তাঁর রচনাবলী উর্দু সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। সাহিত্যের প্রতি সীমাহীন অনুরাগ ও আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও দেশ ও জাতির প্রয়োজনে তিনি সক্রীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যকর্ম আলোচনা করা হয়েছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পূর্বপুরুষগণ আলেম ও সুফি মনোভাবের জন্য সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তিনি পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিকতায় একাদশতম পুরুষ। তাঁরা অধিকাংশই কোন সরকারি চাকরি গ্রহণ করেননি। তবে মাওলানার প্রপিতামহ শেখ সিরাজুদ্দিন এই ধারা ভঙ্গ করেন। তিনি তদানিন্তন সরকারের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন।[১] ভারতে মাওলানা আযাদের বংশধরগণ তিন দফায় আগমন করেন। সম্রাট বাবরের সময় হেরাত থেকে প্রথমে আগ্রায় আসেন। আহমদ শাহ আবদালীর সময় হেরাত থেকে লাহোরে এবং সর্বশেষ মক্কা থেকে কলকাতায় আসেন মহাদ্দেস তুরির বংশধর, যিনি মাওলানা আযাদের মায়ের উত্তরসূরী ছিলেন।[২] হযরত শেখ জামালুদ্দিন সম্রাট আকবরের সময় হাদিস বিশারদ ও সূফিসাধক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সম্রাট আকবর রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা গ্রহণ না করে সম্রাট আকবরকে তিনি জানান 'দারিদ্র্যতাই আমার ভূষণ। রাজার দান গ্রহণ করে আমি আমার আত্মাকে কলুষিত করব না।' একবার আকবরের বিখ্যাত সভাসদ আবুল ফজল প্রস্তাব করেন যে, সম্রাট আকবর কেবল পার্থিব বিষয়ের নেতা নহেন, তিনি আধ্যাত্মিক জীবনেরও নেতা। তাঁর আদর্শ দেশের প্রত্যেককে গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়টি সে সময়ের ইসলামি পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করতেও পারলেন না, আবার সরাসরি প্রত্যাখান করতেও পারলেন না। আবুল ফজলের পিতা মোল্লা মোবারকের প্রস্তাবক্রমে একটা ফতুয়া লিখিত হলো। তার মর্ম এরূপ- যেহেতুে রাজা সুবিচারক ও সুশাসক, সেহেতু তিনি একজন মুজাদ্দেদ সুতরাং তিনি ধর্মের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য অথরিটি। মোল্লা মোবারক সবার পূর্বে এই ফতুয়াই স্বাক্ষর করেন এবং অন্যান্য আলেমদের স্বাক্ষর করতে বলেন। আগ্রা, জৌনপুর ও অন্যান্য স্থানের ওলামাদের স্বাক্ষর করার জন্য বলা হলেও শেখ জামালুদ্দিন তা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন এবং দৃঢ়ভাবে বলেন, আমি এরূপ রাজার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারি না। তাঁকে অনুসরণ করে আরও অনেকে স্বাক্ষর করলেন না। এরপর তাঁর উপর রাজরোষ পতিত হলো। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে মক্কা চলে গেলেন। কয়েক বছর পর খান আজম ও মির্জা আযীয হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হজ্জ ও ওমরা শেষে দেশে ফেরার সময় তাঁরা মাওলানা জামালুদ্দিনকে দিল্লীতে ফিরিয়ে আনেন। তিনি দিল্লীতে আসার কিছুদিন পরেই মৃত্যুবরণ করেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এই মহাপুরুষের একাদশতম অধস্তন বংশধর।[৩]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ পবিত্র মক্কা নগরীর কাদওয়া নামক মহল্লায় ১৮৮৮ খ্রি. ১১ নভেম্বর এক সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা-মাতার দ্বিতীয় ছেলে এবং চতুর্থ সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা মাওলানা খায়রুদ্দিন নাম রাখেন 'ফিরোজ বখ্ত'।[৪] তিনি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিজ নাম ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে লেখেন। কখনও গোলাম মহিউদ্দিন আযাদ, কখনও ফকির আবুল কালাম, আবার কখনও আবুল কালাম আযাদ দেহলবী নাম লিখতেন।[৫] তবে শেষ অবধি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ নামেই পরিচিতি লাভ করেন।[৬] আব্দুল ওয়াহেদ খান সাহশরামীর সান্নিধ্যে এসে মাওলানা আযাদও কবিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। উপনাম হিসেবে গ্রহণ করেন 'আযাদ' একারণে যে আযাদ নামের প্রথম অক্ষর 'আলিফ' সুতরাং সবার প্রথমেই উচ্চারিত হবে।[৭]

শিক্ষাজীবন

মক্কার স্বনামধন্য শিক্ষক শেখ হাসানের নিকট আযাদ, তাঁর বড় ভাই আবু নসর এবং মামাতো ভাই কির'আতসহ কোরআন মাজিদ অধ্যয়ন করেন।[৮] মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বাল্যকাল অত্যন্ত কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁর পিতার ধারণা ছিল সামাজিক পরিবেশের দ্বারা আমার সন্তানরা প্রভাবিত হলে বাড়ির নিয়মানুবর্তিতা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে না। ফলে পড়াশোনার বাইরে ইচ্ছে মত খেলাধুলা বা ঘুরাঘুরি করার কোন সুযোগ ছিল না। পিতা মাওলানা খায়রুদ্দিন দিনে তিনবার পড়াতেন পিতার অসুস্থতায় পরবর্তিতে তাঁর বাছাইকৃত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকবৃন্দ বাড়িতে পড়াতেন। পিতার কাছে পাঠ গ্রহণের সময় পিতার কঠোরতার কারণে অনেক সময় আযাদের চোখ দিয়ে কান্না ঝরে পড়লেও পিতার কঠোরতা শিথিল হত না।[৯] অসাধারণ মেধাবী মাওলানা আযাদ ছোট বয়সেই আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা আয়ত্ব করেন কিন্তু শিক্ষা অর্জন করেন উর্দু ভাষায়। তিনি দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। দারসে-নিজামীর পাঠ শেষ করেন মাত্র পনের বছর বয়সে।[১০] মাওলানা আযাদ স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রবন্ধ পড়ে অনুভব করেন যে, ইংরেজি ব্যতীত বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যসহ কোন বিষয়েই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার্জন করা সম্ভব নয়। পিতার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মাওলানা ইউসূফ জাফরীর নিকট ইংরেজির প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। ইংরেজি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় রচিত ইঞ্জিল গ্রন্থ সামনে রেখে ইংরেজি পড়তেন এবং ইংরেজি অভিধানের সহায়তায় ইংরেজি পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে তিনি ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেন।[১১] পারিবারিকভাবে পড়াশোনা করে 'দারশে নিজামী'র মতো কঠিন পাঠ মাত্র পনের বছর বয়সে শেষ করে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বই পাঠ করতেন। সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক 'রাগ দর্পণ' পাঠ করে সঙ্গীত চর্চায় অনুরাগী হন। মাওলানা আযাদ তাঁর পিতার মুরিদ মুসিদা খানের নিকট প্রায় পাঁচ বছর সেতারা বাজানো শিখেন ও সঙ্গীত চর্চা করেন।[১২] মাওলানা আযাদও মনে করতেন– 'শিক্ষার সাথে সংগীতের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং সংগীত হৃদয়ের প্রসারতা বাড়ায়।'[১৩]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সময়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলেও খাবার গ্রহণ ও ঘুমানোর ক্ষেত্রে তা শিথিল ছিল। চিরদিন তিনি চারটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়তেন, এই অভ্যাসটি পিতার পারিবারিক শৃঙ্খলা থেকে আয়ত্ত করেছিলেন।[১৪] তাঁর প্রতিদিনের খাবারে কোন বিলাসিতা না থাকলেও সৌখিনতা ছিল। বাবুর্চি একই খাবার পরপর রান্না করা বা লবণ

কম দেয়া নিত্যদিনের ঘটনা হলেও বাবুর্চিকে বুঝানো ছাড়া কড়া অভিযোগ করতেন না। মাওলানা আযাদ কঠোর মনোভাবসম্পন্ন ও নীতিবান লোক ছিলেন। ১৯৩২-১৯৩৪ খ্রি. পর্যন্ত কয়েক বছর আর্থিক সংকটে থাকলেও তিনি কারও সহযোগিতা গ্রহণ করেননি। পছন্দের তালিকা অতি সাধারণে নেমে আসলেও খাবার খেতে বসে এমনভাবে বর্ণনা করতেন যে, শ্রবণকারী তাঁর বর্ণনায় শিহরিত হয়ে পড়ত।[১৫]

১৯০১ খ্রি. মাওলানা আযাদ মাত্র তের বছর বয়সে সাত বছরের জুলেখার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও ১৯০৭ খ্রি. থেকে বিবাহিত জীবন শুরু করেন।[১৬] ১৯০১ খ্রি. তাঁর পিতার মুরিদ মৌলবী আফতাব উদ্দিন তাঁর ছোট মেয়ের সাথে আযাদের এবং আযাদের বড় ভাই আবু নসরের সাথে বড় মেয়ের বিবাহ দেন। মৌলবী আফতাব উদ্দিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর বংশধর ছিলেন। তিনি সরকারি চাকরিজীবী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।[১৭] মাওলানা আযাদ ও জুলেখা বেগম বিবাহিত জীবনে অত্যন্ত সুখি ছিলেন। রাত জেগে তাফসির লেখার সময় জুলেখা বেগম মাওলানাকে পাখা দিয়ে বাতাস করতেন। রাঁচিতে নজর বন্দীকালীন ও রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে অবস্থান করলেও স্ত্রী হিসেবে জুলেখা বেগম কোন অভিযোগ করতেন না। তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান চার বছরের হুসাইনকে হারিয়ে মনোবেদনায় ভেঙ্গে পড়েন। মাওলানা আযাদ আহমদ নগর জেলে বন্দি থাকাকালে ১৯৪৩ খ্রি. ৯ই এপ্রিল তাঁর সহধর্মিনী চরম অসুস্থ হয়ে পরলোক গমন করেন।[১৮]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর হাত ধরে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী সংগঠনের সাথে যোগ দেন। উক্ত সভার হিন্দু বন্ধুরা মুসলিম বন্ধুর বিপ্লবী মানসিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে সহযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সংগঠনে এসে অরবিন্দ ঘোষের জ্ঞানগর্ভ লেখা পড়ে প্রভাবিত হন এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। বরোদার অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের পাশ্চাত্য জ্ঞান ও দার্শনিক বক্তব্য আযাদকে প্রভাবিত করে। পরবর্তী সময়ে সুযোগ হলেই আযাদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, এটা ছিল আযাদের স্বাধীনতাকামী হওয়ার হাতে খড়ি।[১৯] স্যার সৈয়দ আহমদ খান ব্রিটিশদের আনুগত্য করে মুসলমানদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসান করতে চাইলেও মাওলানা আযাদ স্বাধীনাতায় বিশ্বাসী ছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ স্যার সৈয়দের নিকট থেকে আধুনিক শিক্ষার সলতেটি জ্বালিয়ে নিলেও এখানেই দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গি দুই রকম।[২০] সকল মুসলিম কালেমা পড়ে মুসলমান হলেও মুসলমানদের মধ্যে এত মতভেদ এবং ভিন্নমত প্রকাশ করে ইসলামকে কলুষিত করছে কেন? কঠোর ধর্মীয় পরিবেশে বড় হয়েও আযাদের মনে এ ধর্মীয় দ্বন্দ রেখাপাত করে। যদি ধর্মের লক্ষ্য হয় এক সত্যের অনুসন্ধান ও সত্য প্রাপ্তি, তাহলে সকলের মতো এক ও অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। ধর্মে ধর্মে এতো অসহিষ্ণুতা কেন? এ সমস্ত কারণে তাঁর ধর্মীয় জীবনেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।[২১] মাওলানা সুলায়মান তাঁর পরিবর্তিত জীবন-যাপন লক্ষ্য করে দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রের উত্তরে প্রতীয়মান হয় যে, মাওলানা আযাদ প্রাণ খোলা হৃদয়ে সকল দোষত্রুটি অবলীলায় স্বীকার করে গেছেন। আবার যা সঠিক নয় তা সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। উক্ত পত্রে ব্যক্তিগত ও আর্থিক বিষয়সহ অন্যান্য ত্রুটি তুলে ধরেছিলেন তাতে মাওলানা আযাদ বিন্দু পরিমাণ রাগান্বিত না হয়ে নিজেকে সংশোধনের পথ বেছে নিয়েছেন। এটাই মহান

ব্যক্তিদের মহানুভবতা।[২২] দর্শন ও আধুনিক শিক্ষা বিশেষ করে দার্শনিক রুশোর দর্শন মাওলানার জীবন পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আল-হিলাল ও আল-বালাগ পত্রিকাতেও রুশোর দর্শন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।[২৩]

সাংবাদিকতা

মাওলানা আযাদ মাত্র দশ-এগার বছর বয়সে কবিতাচর্চা শুরু করেন। স্বরচিত কবিতা পত্রিকায় প্রকাশ করে আনন্দ উপভোগ করতেন। তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বৈচিত্র্য অত্যন্ত বিশাল যা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে।[২৪] মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ৬৯ বছর ৬ মাস জীবনকালের মধ্যে প্রায় ২৭ বছর (১৯০০-১৯২৭) কলকাতা, দিল্লী, লাক্ষ্ণৌ, অমৃতসরসহ বিভিন্ন স্থানে সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। ২৭ বছরের বর্ণিল সাংবাদিকতার মাঝে বিভিন্ন সময়ে ১২-১৩ বছর কোন সংবাদপত্রের সাথে জড়িত ছিলেন না। পরবর্তী জীবনে তিনি কংগ্রেস রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন।[২৫] ১৪/১৫ বছর বয়সি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাংবাদিকতার সুখ্যাতি তাঁর নিজ পত্রিকা 'লিসানুস সিদক' এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অতি অল্প বয়সে তিনি ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। 'লিসানুস সিদক' পত্রিকাটির মাধ্যমে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'Redemption through truth and death through falsehood' 'সত্যের মুক্তি এবং মিথ্যার পরাজয়' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০ নভেম্বর ১৯০৩ খ্রি. প্রকাশিত 'লিসানুস সিদক' পত্রিকায় নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন–

১. মুসলমানদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে প্রচলিত রীতিনীতির সংস্কার সাধন।
২. উর্দু ভাষার উন্নয়ন অর্থাৎ উর্দু ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য বিকশিত করে উর্দু সাহিত্যের বিস্তার ঘটানো।
৩. বাংলা ভাষীদের মধ্যে উর্দু ভাষার রসাত্মক বিষয়াদির সম্প্রসারণ ঘটানো।
৪. উর্দু ভাষায় রচিত পুস্তকের গবেষণামূলক সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা।[২৬]

১৯১২ খ্রি. ১৩ জুলাই মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাড়া জাগানো বিখ্যাত 'আল-হিলাল' পত্রিকার শুভ উদ্বোধন হয়। আল-হিলালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আলীগড়পন্থি ও শিবলী নোমানীর রক্ষণশীলদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে ভারতীয় মুসলমানদের সঠিক নির্দেশনা দিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসা এবং স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। আযাদের পত্রিকার জনপ্রিয়তার আরও একটি অন্যতম কারণ হলো ধর্মীয় ভাবনার সাথে সাথে রাজনৈতিক ভাবনা মুসলমানদের চিন্তায় গতি সঞ্চার করেছিল।'[২৭] এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও বিস্তার ঝড়ের বেগে বাড়তে থাকে। ১৯১৪ খ্রি. প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে আল-হিলালের প্রকাশনা ২৫০০০ হাজার কপি ছাড়িয়ে যায়, ফলে ব্রিটিশ সরকারের রোষাণলে পড়ে। পায়োনিয়ার পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকারকে জানানো হয় যে, দিল্লীর মাওলানা আযাদ জার্মানির হয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-হিলাল' উর্দু পত্রিকাটির ভাষা অত্যন্ত উন্নত ও উপমা বহুল, ফলে এর মধ্যে গোপন ইঙ্গিত, বিদ্রুপ, নানাবিধ অলংকারপূর্ণ ভাষা যা অনেকে বুঝতে পারে না। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে মূল বিষয় পরিবর্তন হয়ে যায়। আরও মন্তব্য করেন যে, একজন ব্রিটিশ প্রজাকে এ পত্রিকা প্রকাশ করতে দেয়ার অর্থ সরকার অন্যায়ভাবে উদারতা দেখাচ্ছে।"[২৮] এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার 'আল-হিলাল' পত্রিকা নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত

করেন এবং সম্পাদককে পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ও মাদ্রাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। বাংলার সরকার ডিফেন্স এ্যাক্ট, দফা-৩ এর আওতায় ১৯১৬ খ্রি. ৭ এপ্রিলের মধ্যে বাংলা ত্যাগ করার নির্দেশ জারি করেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বাধ্য হয়ে রাঁচিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৪ বছর ৮ মাস ২৪ দিন পরে ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৯ খ্রি. আবারও কলকাতায় ফিরে আসেন।[২৯]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রাজনৈতিক জীবনে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম-১৮–২৮ বছর, দ্বিতীয়-৩২–৩৫ বছর, তৃতীয়-৩৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। ১৮–২৮ বছর এ সময়ে মাওলানা আযাদ প্যান ইসলামিজম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠার কারণে অবহেলিত মুসলমানদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিলেন। উল্লেখ্য, এ সময়কালের মধ্যে ১৯১৬–১৯১৯ খ্রি. পর্যন্ত রাঁচিতে অন্তরীণ থাকার কারণে এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন না। ৩২–৩৫ বছর এ বয়সে খিলাফত আন্দোলন ও তুর্কি আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ কারণে তাঁর পরিচিতি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তিনি জীবনের প্রথম ৩৫ বছর পত্রিকা সম্পাদনা, সাহিত্যচর্চা, তাফসির গ্রন্থ প্রণয়নসহ নানা কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরবর্তিতে কংগ্রেস রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।[৩০] ১৯১৯ খ্রি. অন্তরীণ থেকে মুক্তি লাভ করলে ১৯২০ খ্রি. মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দেশ স্বাধীন করার জন্য কংগ্রেস রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে সবচেয়ে কম বয়সী কংগ্রেস দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। মাওলানা আযাদ ১৯৩৯-১৯৪৬ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় সাত বছর কংগ্রেস দলের সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে অখণ্ড এবং স্বাধীন ভারতের দাবিতে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। দেশের ক্রান্তিলগ্নে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করে দেশ স্বাধীনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় ১৯৪৬ সালের ২৬ এপ্রিল দলের সিদ্ধান্তে সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ান। 'ভারত স্বাধীন হলো' বইয়ে মাওলানা আযাদ উল্লেখ করেন আমার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলগুলো হলো প্রথম-'কংগ্রেস দলের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেয়া এবং অনেক বাঘা বাঘা নেতার অনুরোধেও নিজের নাম পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা না করা। তিনি বলেন এটা ছিল আমার রাজনৈতিক জীবনের মারাত্মক ভুল। দ্বিতীয়- কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সর্দার প্যাটেলের নাম ঘোষণা না করে জহওরলাল নেহরুর নাম ঘোষণা করা। তৃতীয়- অন্তর্বর্তী সরকারে মন্ত্রিপরিষদ থেকে নিজেকে বাইরে রাখা। এজন্য আমাকে জীবনে সর্বোচ্চ খেসারত দিতে হয়েছে এবং অখণ্ডিত ভারতবর্ষ হারাতে হয়েছে।[৩১] সর্বশেষ একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধেই খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ভারতের শিক্ষার ভিত গড়ে দেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৫৮ খ্রি. এই মহান ব্যক্তিত্ব পরলোক গমন করেন।[৩২]

সাহিত্যকর্ম

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বাল্যকাল থেকেই অন্যান্য উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের ন্যায় কবিতা দিয়েই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কবিতাচর্চার মাধ্যমে উর্দু সাহিত্যে তাঁর আগমন ঘটলেও উর্দু গদ্য সাহিত্য জগতে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার প্রথম বর্ণ 'আলিফ' সুতরাং তাঁর নামটি প্রথমেই উচ্চারিত হবে সে ভাবনা থেকে এবং মাওলানা আবদুল

ওয়াহেদ খান সাহশারামীর পরামর্শে 'আযাদ' উপনাম নাম গ্রহণ করেন।[৩৩] মাওলানা আযাদ যেসমস্ত কবিতা লিখতেন এবং পড়তেন, তা মনেও রাখতেন। তিনি আলাপচারিতায়, বক্তব্যে এবং লিখার মাঝে কবিতার উদ্বৃতি দিতেন। কবিতার মাঝে কোরআনের সুর অন্তর্নিহিত থাকতো। মাওলানা আযাদের বোন ফাতিমা বেগম নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখ করেন।

হু নরম দিল কেহ্ দোস্ত কে মানিনদ রো দিয়া দুশমন নে ভি জো আপনি মসিবত বয়ান কি
আযাদ এহ্ খুদি কা নাশিব ওয়া ফারাজ দেখ পুছি জমিন কি তো কাহি আসমান কি।

আমার দুশমন যখন আমার সামনে তার দুঃখের কাহিনি বর্ণনা করলো, তখন পরম বন্ধু মনে করেই কেঁদে ফেললাম।

আযাদ! নিজের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখে পৃথিবীবাসীকে প্রশ্ন করলো, তখন আকাশ থেকে ওহি (জবাব) আসলো।[৩৪]

তিনি যেমন লেখালেখি করতে পছন্দ করতেন তেমনি তা পত্রিকায় প্রচার করে আনন্দ উপভোগ করার শখ ছিল। মাওলানা আযাদ যে গদ্য সাহিত্য চর্চা করেছেন তা অধিকাংশই সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন সাতাশ বছর তন্মধ্যে বার-তের বছর কোনো না কোনো সংবাদপত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরবর্তিতে কংগ্রেস দলের সাথে রাজনীতিতে যোগদানের ফলে সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। মাওলানা আযাদ প্রকাশিত পত্রিকাগুলো হচ্ছে 'নয়ারাঙ্গে আলম' ও 'আল-মিসবাহ'। এছাড়াও মাত্র পনেরো বছর বয়সে 'লিসানুস সিদক' পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। যার মূল লক্ষ্য ছিল উর্দু ভাষায় সাহিত্যচর্চা, বিকাশ সাধন, সমালোচনা ও পর্যালোচনা এবং উর্দু ভাষাকে বাঙালিদের নিকট জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা যা সে সময়ের একটি ব্যতিক্রমী ধারা। উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি খাজা আলতাফ হোসেন হালী স্যার সৈয়দ আহমদ খানের জীবনী রচনা করেছিলেন। তাঁর পুস্তকের কেউ সমালোচনা লিখবে এমনটা আশাও করেনি। আযাদ মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে উক্ত পুস্তকের সাহিত্যমানে পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখে 'লিসানুস সিদক' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর সমালোচনার ক্ষুরধার লেখনি পড়ে উর্দু সাহিত্যের সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে পণ্ডিতজনেরা মুগ্ধ হন। যার ফলে ১৯০৪ খ্রি. আঞ্জুমানে হিমায়েতে ইসলাম এর বার্ষিক সভায় সমালোচককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত সভায় জ্ঞান-বৃদ্ধ সমালোচক লিসানুস সিদক পত্রিকার সম্পাদক চৌদ্দ বছর বয়সী বালক আযাদ উপস্থিত হলে তাঁকে প্রশ্ন করেন তোমার পিতা কেন আসেননি? আযাদ বলেন- আমি নিজেই আবুল কালাম আযাদ, উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। হালি বলেন-"An old head on Yuong shoulders." নবীন স্কন্ধে প্রবীণ মস্তিষ্ক।[৩৫]

মাওলানা আযাদ বলেন-

> 'ধর্মে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, প্রতিদিনের চিন্তাভাবনায় যেখানে আমাকে যেতে হবে, সেখানেই আমাকে যেতে হবে একা একা। দিনের কাফেলার সঙ্গে কোন পথেই আমি যেতে পারি না। যে পথে আমি হেঁটে যাই, সে পথে দল থেকে এত বেশি এগিয়ে যাই যে, যখন পিছন ফিরে দেখি, তখন পথের ধূলিকণা ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাই না। এমনকি সেই ধুলো উঠে এসেছে আমারই পথ চলার গতি থেকে।'

তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন ব্যথিত হৃদয় নিংড়ানো ধ্বনি। তিনি যে দর্শনে বিশ্বাসী, সে দর্শনে অন্যরা বিশ্বাসী নয়। আবার একই পথের সাথি হলেও সরে পড়ার নীতি ও অতি ধীরগতি যা মাওলানাকে চরমভাবে ব্যথিত করেছে।[৩৬] 'উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পটভূমিকায় তাঁর ভাষাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর ভাষারীতি তরুণ সমাজের কল্পনাকে অবিশ্বাস্য রকমের নাড়া দিতে পারত। তরুণ চিত্তে জেগে উঠতো নতুন প্রত্যয়। আল-হিলালের শাব্দিক শ্রোতে স্বাচ্ছন্দ্যে ভেসে যেতেন বিশাল সংখ্যক মানুষ। এটিই ছিল আল-হিলালের সবচেয়ে বড় সাফল্য। আযাদের পত্রিকার জনপ্রিয়তা পাবার আরও একটি অন্যতম কারণ হলো ধর্মীয় ভাবনার সাথে সাথে রাজনৈতিক ভাবনা মুসলমানদের চিন্তায় গতি সঞ্চার করেছিল।[৩৭] Translation is an art. মাওলানা আবুল কালাম আযাদের কোন এক জনসভার বক্তব্য অনুবাদ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহওরলাল নেহরু। এই অনুবাদ সম্পর্কে মাওলানা আযাদ বলেছিলেন-

> "অনুবাদ করা নতুন কিছু লেখার চেয়েও বেশি দুরূহ কর্ম। বিষয়ের সাহিত্যগুণ বজায় রাখা এবং অনুবাদের মাধ্যমে লেখকের সাহিত্যবোধ বা প্রকাশভঙ্গিকে ব্যক্ত করা কোন সহজ কাজ নয়।"[৩৮]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সেপ্টম্বর ১৯০৪-১৯০৫ খ্রি. 'তারাক্কি উর্দু আওর তারাজ্জুম উলূম ওয়া ফুনুন কা সিলসিলা' শিরোনামে প্রবন্ধটি দুটি অংশে প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন যে, উর্দুভাষী জনগণ কীভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করবে? উর্দু ভাষায় অন্যান্য ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়াবলী অনুবাদের কলা-কৌশল ব্যাখ্যা করে অনুবাদের আহ্বান জানান।[৩৯] মাওলানা আযাদ নিজে যে সমস্ত আরবি বই অনুবাদ করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তন্মধ্যে জালাল উদ্দিন সুয়ুতির *আনিসুল লাবিব ফি খাসায়িসুল মজিব*, *খাসায়িসে কুবরা* আরবি ভাষার বিখ্যাত বইটি হাবিবুর রহমান *খাসায়িসে মুহাম্মদিয়া* নামে প্রকাশ করেন।[৪০] মাওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ *মুসলমান আওরাত*। এই বইটি মিশরের বিখ্যাত স্কলার ফরিদ ওয়াজিদির *মারায়াতুল মুসলেমাহ* বইটির অনুবাদ।[৪১]

তাজকিরা

তাজকিরা মাওলানা আযাদের জীবনীমূলক গ্রন্থ। মাওলানা আযাদ ১৯১২ খ্রি. রাঁচিতে অন্তরীণ থাকার সময় ফজল উদ্দিনের বিশেষ অনুরোধে বইটির প্রথম খণ্ড রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তাঁর প্রবীণ বংশধর এবং ধর্মীয় চিন্তার রূপরেখা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি মাওলানা আযাদ বলেছেন এবং আব্দুর রাজ্জাক মালিহাবাদি তা লিখেছেন। *তাজকিরায়* মাওলানা আযাদের কল্পনাশক্তি ও গদ্য রচনার চমৎকার পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করা যায়। এ গ্রন্থটি মূলত একটি জীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ। মাওলানা আযাদের বইটিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়নি। তিনি নিজেকে বুযুর্গদের উত্তরসূরি মনে করতেন, এ কারণে তিনি বইয়ের শেষে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন।[৪২]

তর্জুমানুল কোরআন

আবুল কালাম আযাদের তাফসির গ্রন্থ *তর্জুমানুল কোরআন* বিজ্ঞান ও সাহিত্য ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। তাফসির গ্রন্থে মাওলানা আযাদ তাঁর ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহ যে দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন তা সাহিত্যমানে পরিপূর্ণ। মাওলানা আযাদ মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক

ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। তিনি ইসলাম ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের তুলনা করে সত্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের ধর্মীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি গ্রিক দর্শনের আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। মাওলানা আযাদ সুরা ফাতিহার তাফসির আলাদাভাবে লিখেন এবং উম্মুল কুরআন নামকরণ করেন। ওয়াহদানিয়াত, রবুবিয়াত, ইবাদাত, রিসালাত, হেদায়াত, সৎকর্ম, প্রার্থনা ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী নিয়ে রচিত উম্মুল কুরআন ইসলামি সাহিত্য ও তাফসির জগতে অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর অগাধ দক্ষতা, কল্পনাশক্তি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের মৌলিক তত্ত্বসমূহ এ তাফসির গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪৩]

গুবারে খাতির

আহমদ নগর কেল্লায় শেষবারের মত বন্দী থাকাকালীন (১৯৪২-১৯৪৫) অত্যন্ত কঠোরতার মধ্যে অতিবাহিত করেন। অন্যান্য সময় বন্দী থাকলেও পত্রপ্রেরণ, দর্শনার্থী সাক্ষাৎ এসমস্ত সুবিধা থাকলেও আহমদ নগর জেলে তা ছিল না। মাওলানা আযাদ তাঁর হৃদয়ের চিন্তা-চেতনা প্রকাশের জন্য বেছে নেন পত্র লেখা। আহমদ নগর জেলে লিখিত পত্রসমূহ হলো *গুবারে খাতির*। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উর্দু গদ্য সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা। উর্দু গদ্য সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁর যে রচনাসমূহ শীর্ষে ছিল তন্মধ্যে গুবারে খাতির অন্যতম। গুবারে খাতির সাম্প্রদায়িক, সৃষ্টিজগত, দুঃখ-কষ্ট, হাস্য-রসাত্মক ঘটনা, জটিল সমস্যাসমূহ, পাখির স্বনির্ভরতার ঘটনা ইত্যাদি বিষয় তিনি তাঁর কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর এই পত্র সাহিত্য মূলত প্রবন্ধ সাহিত্যের রীতিতে রচিত এবং এই প্রবন্ধসমূহে প্রাকৃতিক চিত্র, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ দার্শনিক চিন্তায় বিচার করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। শৃঙ্খলা মুক্তভাবে সংগঠিত কর্মের রূপই মূলত গুবারে খাতির যার বৌদ্ধিক ও সাহিত্যশিল্প বিদ্যমান।[৪৪]

India Wins Freedom

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রচিত *India Wins Freedom* বইটির অনুলেখক ছিলেন প্রফেসর হুমায়ন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)। প্রথমত মাওলানা আযাদ ব্যক্তিজীবন নিয়ে লিখতে রাজী ছিলেন না। প্রফেসর হুমায়ন কবিরের বিশেষ অনুরোধ ছিল, ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইতিহাস উত্তর পুরুষদের জন্য লিপিবদ্ধ করা তাঁর কর্তব্য। প্রফেসর হুমায়ন কবির অনুলেখকের দায়িত্ব নিলে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দুই বছরে পরিবর্তন পরিবর্ধন শেষে বইটি ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়। ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃত ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকা জানার জন্য এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এই গ্রন্থটিতে তাঁর নিজের ও তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি উদার ও খোলা মনের মানুষ ছিলেন। রাজনৈতিক সহকর্মীদের অনেক তথ্য জীবিত অবস্থায় প্রকাশ করতে চাননি, একারণে পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ (প্রায় ত্রিশ পাতা) ত্রিশ বছর পর প্রকাশের জন্য কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার এবং নিউ দিল্লীর মহাফেজ খানায় সংরক্ষণের জন্য রাখা হয়। ১৯৮৮ খ্রি. আদালতের নির্দেশে অপ্রকাশিত অংশসহ কোনরকম পরিবর্তন ছাড়াই এটি পুনঃপ্রকাশ করা হয়। বইটি প্রফেসর হুমায়ন কবির ইংরেজিতে লিখেন। *হামারি আযাদি*

নামে উর্দুতে এবং *ভারত স্বাধীন হল* নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে ১৬টি ভিন্ন শিরোনাম রয়েছে। ১. সরকারে কংগ্রেস ২. ইউরোপে যুদ্ধ ৩. আমি কংগ্রেস সভাপতি হলাম ৪. একটি চীনা গর্ভনাটিকা ৫. ক্রিপস্ মিশন ৬. অস্বস্তিকর বিরতি ৭. ভারত ছাড় ৮. আমেদনগর ফোর্ট জেল ৯. সিমলা সম্মেলন ১০. সাধারণ নির্বাচন ১১. ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ১২. পাকিস্তানের প্রস্তাবনা ১৩. অন্তর্বর্তী সরকার ১৪. মাউন্টব্যাটেন মিশন ১৫. একটি স্বপ্নের সমাধি ১৬. বিভক্ত ভারত। মাওলানা আযাদ বর্তমান পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখায় শুধু রাজনৈতিক উপলব্ধি ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পায়নি তাঁর সমসাময়িক রাজনীতিবিদদের চিন্তাভাবনাও প্রকাশ পেয়েছে। বইটিতে মাওলানা আযাদ ব্যাখ্যা করেন, দেশভাগের জন্য ধর্মের চেয়ে বেশি দায়ী ছিল রাজনীতি। তিনি অখণ্ড ভারত স্বাধীনের ব্যর্থতা ও ভুলগুলো অকপটে স্বীকারও করেন। মহাত্মা গান্ধী, জহওরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সুভাষ চন্দ্র বসুসহ অনেক রাজনৈতিক কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। এ গ্রন্থে গান্ধী, নেহরুর মতো বড় বড় নেতাদের রাজনৈতিক ভুলের কারণে দেশভাগ হয় তা বিশদভাবে তুলে ধরেন।

দল গঠনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জনাব সি আর দাস, মতিলাল নেহেরু এবং হাকিম আজমল খান স্বরাজ পার্টি গঠন করেছিলেন। মাওলানা আযাদ তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও দক্ষতাবলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটমাট করে সকলকে কংগ্রেস দলের ছায়াতলে একত্রিত করেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন।[৪৫] ১৯৪৬ সালে মাওলানা আযাদের সমর্থনে কংগ্রেসের সভাপতি হন জহওরলাল নেহরু। মাওলানা আযাদের অখণ্ড ভারতবর্ষ পরিকল্পনায় গঠিত ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনে মুসলিম লীগ রাজি ছিল। কিন্তু ১০ জুলাই, ১৯৪৬ খ্রি. দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকরা নেহরুর নিকট জানতে চান, কংগ্রেস কী ক্যাবিনেট মিশনের সকল শর্তাদি মেনেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন? উত্তরে নেহরু বলেন-

> 'কংগ্রেস রাজি হয়েছে সরকারে যোগ দিতে এবং মনে করে যে, তেমন বুঝলে কংগ্রেস অবাধে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার রদবদল বা ইতরবিশেষ পরিবর্তন করতে পারবে।'

এ প্রেক্ষিতেই জিন্না বোমা ফাটালেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই কংগ্রেস সভাপতি নেহরুর মত পরিবর্তন সুতরাং পাকিস্তানের বিকল্প নেই।[৪৬] কংগ্রেস দলের সমস্ত নেতা আসলে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। অনেক নেতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক কণ্ঠস্বর ছিল। মুসলিম লীগের অভিযোগ ছিল, কংগ্রেস কেবল নামেই জাতীয়। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না আবার সম্পূর্ণ ভুলও ছিল না। এ বইয়ের মূল অনুপ্রেরণা হল দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে মাওলানা আযাদের নিরলস প্রতিরোধ। সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থে পাকিস্তান সৃষ্টির ধারণা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু ভুল নয়, মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকরও বটে। বইয়ের শেষ অধ্যায়ে মাওলানা আযাদ ব্যক্ত করেন কীভাবে নেহরু ও গান্ধী হতাশার সঙ্গে দ্বি-জাতি তত্ত্ব মেনে নিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এ বই থেকে প্রত্যেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস ও দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারবে।[৪৭]

কওলে ফয়সাল

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার মাঝে তাঁর অমর সাহিত্যকীর্তি বিদ্যমান। *কওলে ফয়সাল* তাঁর এক যুগান্তকারী রচনা যা তিনি ব্রিটিশ আদালতে জবানবন্দি হিসেবে পেশ করেছিলেন। তাঁর এ জবানবন্দি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের আদালতে দেয়া জবানবন্দি সাহিত্যগত সৌন্দর্যে অপরিমেয়, যেমন সাবলিল তেমনি প্রেরণাদায়ক। এর সুর আপোষহীন ও বীরত্বব্যঞ্জক, অথচ শালীন ও সঠিক। সমস্ত বক্তব্য জুড়ে এক যাদুকরী প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। মাওলানা আযাদের খেলাফত ও জাতীয়তাবাদের উপর এক জ্বালাময়ী বক্তব্য। ১৯২১ খ্রি. ১০ ডিসেম্বর কলকাতার নিজ বাড়ি থেকে বন্দি করে তাঁকে আলীপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। মাওলানা আযাদ ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ। তিনি জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন, ভারতে যদি খালেস ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় আর তা কোন ব্যক্তি বা দলের স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়, মুসলমান হিসেবে তখনও আমার উপর ফরজ হবে সে সরকারকে জালেম বলা এবং তার মূলোচ্ছেদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। ইসলামের সত্যিকার আলেমগণ সব সময়ই এই ধরনের স্বৈরাচারী বাদশাহদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।[৪৮] তাঁকে দেশদ্রোহী হিসেবে বন্দি করলে দেশদ্রোহী শব্দটি ব্যাখ্যা করেন, যে স্বাধীনতা আজও আমরা পাইনি সেই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের নাম কি দেশদ্রোহিতা? তাই যদি হয়, তবে আমি আমার দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব যে যখন এই সংগ্রাম ফলপ্রসূ হবে তখন তাকে বলা হবে দেশপ্রেম।[৪৯] মাওলানা আযাদ ব্রিটিশ সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

> আমি বর্তমান সরকারকে অত্যাচারী বলেছি এছাড়া আর কীই-বা বলতে পারতাম। আমি ভেবে পাই না, সরকার কেন আশা করেন না যে আমি সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলব। আমি সাদাকে কালো বলতে পারব না। এই সরকার সম্পর্কে কম বললেও এবং সব থেকে নরম বিশেষণ ব্যবহার করলেও আমাকে বলতে হবে এই সরকার অত্যাচারী। সত্য প্রকাশ করতে গেলে এর থেকে নরম শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব নয়।[৫০]

৭ ফেব্রুয়ারি মাওলানা আজাদ পত্রিকায় বিবৃতি দেন যে, আমার মুক্তির জন্য যেন কোন প্রকার হরতাল এবং আদালত চত্বরে সমাবেশ করা না হয়। সকলে তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। ৯ ফেব্রুয়ারি আদালত চত্বরে জনসমাগম কম থাকায় বেলা এগারোটার পর আদালতে মাওলানা আযাদকে নিয়ে আসা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট অন্যান্য মামলা মুলতবি রেখে মাওলানার রায় শুনান 'মাওলানার এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।' মাওলানা আজাদ মৃদু হেসে বলেন- 'এহ্ তো উস সে বহুত কম হ্যায় জিস কি মুঝে তুয়াক্কা থি! 'এ সাজা যে আমার ধারণা থেকে কম হয়ে গেল।' মাওলানা আযাদের এ জবানবন্দি রাজনৈতিক হলেও সকল স্তরের মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দেয়।'[৫১]

তাবাররুকাতে আযাদ

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উর্দু সাহিত্যের একজন বিখ্যাত প্রবন্ধকার। *তাবাররুকাতে আযাদ* গ্রন্থটিতে সাতটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধসমূহ হলো: ক. হিজরতকা ফাতওয়া খ. ফিতনায়ে ইরতিদাদ আওর মুসলমান গ. আননাবাউল আযীম ঘ. আমীর ইবনে সা'উদ আওর হারমাইন শরীফাইন ঙ. মাকাবির ও আসার পার ইমারত চ. দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছ. কেয়া আখেরী মানঞ্জিল আগায়ী? উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহের বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হলেও এগুলোর মূল লক্ষ্য হল ঘুমন্ত জাতিকে জাগরণের মন্ত্রে উজ্জীবিত করা।

মাযামীনে আবুল কালাম

মাযামীনে আবুল কালাম এ গ্রন্থে এগারটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধসমূহ ১. তাযকেরায়ে বেলাদাত ২. তাযকেরায়ে মুকাদ্দাস ৩. লায়লাতুল কদর ৪. শহীদে আ'যম ৫. ইসলাম আওর কাউমিয়াত ৬. রদ্দে মিরযাইয়্যাত ৭. হায়ায়ে সারমাদ ৮. আউলিয়া উল্লাহ ও আউলিয়াউশ শয়তান ৯. রুবায়াতে উমার খৈয়াম ১০. মির্যা গালিব মরহুম কা গায়রে মাতবুয়া কালাম ১১. আলহুরিয়াহ্ ফিল ইসলাম ইয়া'নি নিযামে হুকুমাতে ইসলামিয়াহ্। *মাযামিনে আবুল কালাম* গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহে ইসলাম ধর্মের সঠিক পথের নির্দেশনা, ভুল রীতিনীতিসমূহ তুলে ধরেছেন এবং প্রচলিত ভ্রান্ত রাজনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৫২]

কারওয়ানে খিয়াল

কারওয়ানে খিয়াল সদর ইয়ার জং মাওলানা হাবিবুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে লিখিত পত্রাবলীর সংকলিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি *গুবারে খতির* এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। অল্প সংখ্যক পত্রাবলীর সম্বনয়ে সংকলিত হলেও এ পত্রাবলীতে *গুবারে খাতিরের* ন্যায় বিভিন্ন বিষয়াবলী নেই। *কারওয়ানে খিয়ালের* পত্রাবলী অত্যন্ত মননশীল ও সাহিত্যমান সম্পন্ন।[৫৩]

নক্শে আযাদ

মাওলানা আযাদ গোলাম রসুল মেহেরর নিকট অনেক পত্র প্রেরণ করেছিলেন। ঐ সমস্ত পত্রাবলী গোলাম রসুল মেহের সংকলন করে *নক্শে আযাদ* নামকরণ করেন। কিতাব মঞ্জিল লাহোর *নক্শে আযাদ* বইটি প্রকাশ করেন।[৫৪] হামারি আযাদি, আযাদ কি কাহানী খোদ উনকি জবানী, তাফসিরুল বয়ান ফি মাকাসিদুল কোরআন, হিন্দুস্তান আওর আফগানি হামলা, তারিখ দাওয়াতে ইসলাম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৫]

উপসংহার

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের জীবন পথ সাধারণ ছিল না। মক্কায় জন্ম নিলেও পূর্ব পুরুষের আবাসভূমি ভারতবর্ষ স্বাধীন করার জন্য তাঁকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বভার নিয়ে ভারতের শিক্ষার ভিত গড়ে দিয়েছেন। মাওলানা আযাদের পুস্তকাবলী উর্দু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু তাঁর পুস্তকাবলী প্রথম অবস্থায় পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ হয়নি। তাফসির গ্রন্থ তরজুমানুল কোরআন তেইশ পারা প্রকাশিত হয়। ভারত স্বাধীন হল পুস্তকটির

ত্রিশটি পাতা ১৯৮৮ খ্রি. যুক্ত করে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য পুস্তকের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষণীয়।[৫৬] তাঁর উর্দু সাহিত্য সম্ভার ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ।

তথ্যসূচি:

---

১ রেজাউল করীম, *মনীষী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ*, নূর লাইব্রেরী পাবলিশার, কলকাতা, ১৯৪২, পৃ. ১০
২ শুরেশ কাশমিরী, *আবুল কালাম আযাদ (সনেহ উমরি)*, এমআর পাবলিকেশন, ২০১৩, পৃ. ৩০
৩ রেজাউল করীম, *মনীষী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৯
৪ জাফর আহমদ নিজামী, *আবুল কালাম আযাদ কি কাহানী*, মাকতুবাহ জামিয়াহ লিমিটেড, নয়াদিল্লী, পৃ. ১০
৫ গোলাম রসুল মেহেরে, *তাব্বারুকাতে আযাদ*, কিতাব মঞ্জিল, প্রকাশকাল, ১৯৫৮, লাহোর, পৃ-১৪০
৬ *তদেব*, পৃ. ১৪১
৭ সম্পাদনা, আলকুমাহ্ শিবলী, আব্দুল কাভি দেসনাবি, *আবুল কালাম আযাদ ওয়াদায়ি শায়িরি মে 'মাকা আফকার ওয়া কিরদার'*, মাগরেবি বাঙ্গাল উর্দু একা. ২০০২, কলকাতা, পৃ.-৯৭
৮ আব্দুল কাভি দেসনাবি, *হায়াতে আবুল কালাম আযাদ*, মর্ডান পাবলিশিং হাউস, ২০০০, নয়া দিল্লী, পৃ. ৬৫
৯ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আযাদ*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ২৯
১০ শ্রী ঋষি দাস, *আবুল কালাম আজাদ*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৪৮, কলকাতা, পৃ-১৯
১১ সম্পাদনা, খালেক আনজুম, *মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, উর্দু একাকোডেমি, দিল্লী, প্রকাশ-৮বার শেষ- ২০১৩), পৃ. ৩৯
১২ শুরেশ কাশমিরী, *আবুল কালাম আজাদ (সনেহ উমরি)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
১৩ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
১৪ *তদেব*, পৃ-৩০
১৫ শুরেশ কাশমিরী, *আবুল কালাম আজাদ (সনেহ উমরি)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
১৬ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
১৭ ড. মুফতি মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান*, (ঢাকা: মাকতাবাতুত তাকওয়া-২০১৪), পৃ. ৬৭
১৮ শুরেশ কাশমিরী, *আবুল কালাম আজাদ (সনেহ উমরি)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
১৯ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০১
২০ কাজী মাহবুবুর রহমান, *স্যার সৈয়দ আহমদ ও তার আলীগড় আন্দোলন (ফিরে দেখা ইতিহাস)*, ফেইথ২৪, https://otrim.ai/Lw5erNk ওয়ানলাইন পত্রিকা, ০৩/০৪/২০২০
২১ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
২২ সেখ আজিবুল হক, *মাওলানা আবুল কালাম আজাদ*, (কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স-২০১৪), পৃ. ১০৬
২৩ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮
২৪ আল্লামা নিয়াজ ফতেহ্পুরী, সম্পাদনা, ফারুক আরগালী, *আয়নায়ে আবুল কালাম আজাদ(রাঃ)*, (নয়া দিল্লী, ফরিদ বুক ডিপো প্রাঃ লিঃ-২০১৪), পৃ. ৯০
২৫ আহমদ সাইয়্যেদ মালিহাবাদি, সম্পাদনা, রশিদ উদ্দিন খান, *আবুল কালাম আজাদ এক হিমাগীর সাখসিয়াত* (দিল্লী: কাউমি কাউন্সিল বারায়ে ফুরুগ উর্দু জবান-২০১৩) পৃ. ২৭৮
২৬ ডক্টর সুলায়মান শাহ্জাহানপুরী, *উর্দু কি তারাক্কি মে মাওলানা আযাদ কি হিস্সা*, (নয়া দিল্লী: আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু (হিন্দ)-১৯৮৮), পৃ. ৫৩

২৭ আবদুর রাকিব, *সংগ্রামী নায়ক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ*, (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স-১৯৯২), পৃ. ৮৫
২৮ সেখ আজিবুল হক, *মাওলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
২৯ শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, *মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (জাতীয়তাবাদের সন্ধানে)* (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১৪০৫), পৃ-. ৭
৩০ রশীদ উদ্দীন খান, *মাওলানা আবুল কালাম আযাদ: শখসিয়ত, সিয়াসত, পয়গাম*, (দিল্লী: কাউমি কাউন্সিল বারায়ে ফুরুগ উর্দু জবান-২০১৬), পৃ. ২০
৩১ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল*, (অনুবাদ: সুভাষ মুখোপ্যাধ্যায়), (হায়দ্রাবাদ: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিঃ-১৯৫৯, পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ-১৯৮৮), পৃ. ১৪৮
৩২ শুরেশ কাশমিরী, *আবুল কালাম আজাদ (সনেহ উমরি)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
৩৩ আরশ মুলশিয়ানী, *জাদিদ হিন্দুস্থানকে মিইমার আবুল কালাম আজাদ*, (নিউ দিল্লী: পাবলিকেশন ডিভিশন, উজিরাতে এতলায়াত ওয়া নাসিরাত, হুকুমাতে হিন্দ-১৯৭৪), পৃ. ১৭
৩৪ ড. মুফতি মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
৩৫ মালেক রাম, *কুছ আবুল কালাম আজাদ কে বারে মে*, (জামিয়া নগর: মাকতুবাহ জামিয়াহ লিমিটেড-২০১১), পৃ. ৫৬
৩৬ আবদুর রাকিব, *সংগ্রামী নায়ক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯
৩৭ *তদেব*, পৃ. ৮৫
৩৮ ড. সামিউল ইসলাম সম্পাদিত, অনুকার, ড. দেবব্রত দাস বদরুদ্দোজা হারুন'র উর্দু অনুবাদে ষোল আনা বাঙালিয়না, (রাজশাহী: বাংলা-উর্দু সাহিত্য ফোরাম, জানু.- ২০১৯), পৃ. ১৪
৩৯ *তদেব*, পৃ. ৬৬
৪০ ড. ওয়াহাব কায়সার, *মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ফিকির ওয়া আমল কে চান্দ জাওয়াবে*, (পাটনা: খোদ বখ্শ আওর নিটল পাবলিক লাইব্রেরী-২০০৯), পৃ.৫০
৪১ *তদেব*, পৃ. ৫২
৪২ সম্পাদনা, খালেক আন্‌জুম, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৭
৪৩ *তদেব*, পৃ. ৩৯৪
৪৪ হামিদী কাশমিরী, "*ইউওয়ানে উর্দু কা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ নম্বর*", (দিল্লী: উর্দু একাডেমি, ডিসেম্বর, ১৯৮৮, পুনমুদ্রণ,২০১৪) পৃ. ২৭৪
৪৫ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭,৬৮
৪৬ *তদেব*, পৃ. ১৫০
৪৭ *তদেব*, পৃ. ১৮৬
৪৮ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, অনুবাদ আক্তার ফারুক, *জবানবন্দি*, (ঢাকা: বুক সোসাইটি-১৯৮১), পৃ. ৮২
৪৯ *তদেব*, পৃ. ১১০
৫০ স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার-২০১৫), পৃ. ৬৯
৫১ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, *কওলে ফয়সাল*, (নয়া দিল্লী: এতেকাদ পাবলিশিং হাউস-২০১৮) পৃ. ১২৩
৫২ ড. মুফতি মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান*, (ঢাকা: মাকতাবাতুত তাকওয়া-২০১৪), পৃ. ২৭০
৫৩ সম্পাদনা, খালেক আন্‌জুম, *মৌলানা আবুল কালাম আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯১
৫৪ *তদেব*, পৃ. ৩৯১
৫৫ আকবর আলী খান, সম্পাদনা রশিদ উদ্দিন খান, *আবুল কালাম আজাদ এক হিমাগীর সাখসিয়াত* (নয়া দিল্লী: কাউমি কাউন্সিল বারায়ে ফুরুগ উর্দু জবান-২০১৩), পৃ. ২৮৬,২৮৭
৫৬ *তদেব*, পৃ. ২৮৮